1438

কুরআনের সঙ্গে পূর্বসূরীদের সম্পর্ক

[**Bengali** – বাংলা – **بنغالي**]

খালেদ ইবন আবদুল্লাহ আল-মুসলিহ

অনুবাদ : আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

حال السلف مع القرآن

خالد بن عبد الله المصلح

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

3

সূচীপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	কুরআন বড় নি‘আমত	৩
২	কুরআন দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণ তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন	৬
৩	কুরআন আল্লাহর বাণী ও তাঁর মহান গুণ	৬
৪	সালাফ বা পূর্বসূরী বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে	১০
৫	সালাফগণ কর্তৃক কুরআনের ওপর আমলের স্বরূপ	২০
৬	আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কুরআন	৩২
৭	ইমামগণ ও কুরআন তেলাওয়াত	৩৭
৮	কুরআন তেলাওয়াত ও রাসূলের পদ্ধতি	৪২
৯	আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি	৪৭
১০	কুরআন তেলাওয়াত অপরের কাছ থেকে শোনা	৫৪

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَآءَتكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [يونس: 57]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨ [يونس: 58]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ [الاسراء: 82]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: 11]

“[illegible]” [illegible] [illegible]

«خَيْـرُ النَّاسِ قَـرْنِي ثمَّ الَّذِينَ يَلُـونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

“

[illegible]”[1]

[illegible]

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠ [التوبة :100]

[1] [illegible]; [illegible]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

قٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ١ [ق :01]

“[illegible]” [illegible] [illegible]

[illegible]

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ [الاسراء: 82]

“[illegible]” [illegible] مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]

[illegible]

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا

لَّهُم مِّنهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠ [آل عمران : 110]

“[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرضِ وَإِن تُبدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُم أَو تُخفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤ [البقرة : 184]

[illegible]

19

(ইতোপূর্বে) এমনসব আমল অর্পিত হয়েছে আমরা যার সামর্থ্য রাখি : সালাত , সিয়াম , জিহাদ , সাদাকা অর্থাৎ এসবই আমরা করতে পারি। কিন্তু আজ আমাদের ওপর এমন এক আয়াত নাযিল হলো যার সামর্থ্য আমরা রাখি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিষ্টাচার শিখিয়ে , কুরআনকে কীভাবে গ্রহণ করতে , নিখিল জাহানের রবের কালামকে কীভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে হবে তা শিক্ষা দিয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন ,

«أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ».

“তোমরা কি চাইছো তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব দুই সম্প্রদায়ের মতো বলতে ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম ’? তোমরা বল, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব ! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি , আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। ”[2,3] তখন তাদের

---

[2] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৭৯।

[3] মূল হাদীসটি এমন ,

IslamHouse.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } قَالَ نَعَمْ { رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا } قَالَ نَعَمْ { رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } قَالَ نَعَمْ { وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } قَالَ نَعَمْ

مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡ [النساء : 147]

“مَا الَّذِي يَصْنَعُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ؟” [سورة النساء، الآية: ١٤٧]

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ الشُّكْرَ وَالْإِيمَانَ مُقَابِلَ الْعَذَابِ، فَمَا الَّذِي يَصْنَعُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ؟ وَمَا الَّذِي يَنْقُصُ مُلْكَهُ وَسُلْطَانَهُ وَيَثْلِمُهُ وَيَكْسِرُهُ وَيَعِيبُهُ وَيُزِيلُ مِنْهُ عَذَابُكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ؟ وَمَا الَّذِي يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَيُكَثِّرُهُ وَيُعِزُّهُ وَيُزِيدُ فِيهِ عَذَابُكُمْ إِنْ كَفَرْتُمْ وَعَصَيْتُمْ؟ وَمَا الَّذِي يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَيُكَثِّرُهُ وَيُعِزُّهُ وَيُزِيدُ فِيهِ

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام: 82]

“[illegible] (Ibn Kathir, 3/144; Tabari, 11/470) [illegible] ﴿وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ [illegible]

[illegible]

﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ ٢﴾ [الحج: 02]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27

করলেন, যুলুম থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষই তো কম-বেশি যুলুম করে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেছেন,

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

“প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।”[4] আল্লাহ তা‘আলাও যেমন এর আগে বলেছেন,

﴿وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢﴾ [الأحزاب: 72]

“আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭২] মানুষ তখনই এর প্রমাণ দিয়েছে যখন তারা কুরআনকে বহন করেছে অথচ আসমান, যমীন ও পাহাড়-পর্বতও তা বহনে সম্মত হয় নি। যেমন, আল্লাহ বলেন,

---

[4] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩৫৩৫৭

IslamHouse.com

إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ٧٢ [الأحزاب: 72]

“[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: 72]

"[illegible]"

[illegible]

«إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ فأرعها سمعك يعني أصغ

إليها وأعطها أذنك فهي إما خير تـؤمر به أو شر تنهى عنه».

“[illegible]”

[illegible]

[illegible]

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ [النور :22]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿ وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨ ﴾ [البقرة :78]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

38

আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।” [সূরা সদ , আয়াত: ২৯]

অর্থাৎ এর দ্বারা যাতে তাদের চিন্তা -ভাবনার উদ্রেক হয়। আর এ কিতাব থেকে বরকত হাসিল করার এ ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম অহীতেই রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤﴾ [المزمل: 01-04]

“হে চাদর আবৃত ! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর। ” [সূরা আল -মুয্যাম্মিল , আয়াত: ০১-০৪] অর্থাৎ এর পাঠে ইরসাল করুন এবং কুরআনকে তারতীলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পড়ুন।

﴿إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ٥﴾ [المزمل: 05]

IslamHouse.com

39

“নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অতি ভারী বাণী নাযিল করছি।” [সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ০৫] আর তা হলো কুরআন। অতএব, কুরআন হলো ভারী কথা যা আত্মস্থ করার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ٦﴾ [المزمل: 05-06]

“নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি। নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” [সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ০৫-০৬] তাঁকে তিনি রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন,

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ٦﴾ [المزمل: 06]

“নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” অর্থাৎ এতে মুখের উচ্চারণে সঙ্গে আত্মার ভাবনা,

IslamHouse.com

40

চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধানও একাত্ব হবে। যেমন, তিনি বলেন,

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ٦﴾ [المزمل: 06]

“নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।” [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ০৬] আর ‘নাশিয়াতুল লাইল’-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: রাতের মুহূর্তসমূহ। এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে: রাতের আমল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যবেক্ষণ উভয় মতকেই সমর্থন করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তো দিয়েছেনই, তা যেন হয় রাত্রিতে। কারণ, জিহ্বার সঙ্গে আত্মার সংযোগের ক্ষেত্রে এটিই অধিক সহায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার এ নির্দেশ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে আবূ হুযায়ফা ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

IslamHouse.com

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ ، وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ ، وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ اسْتَجَارَ».

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]”[6]

[illegible]

«لاَ تَنْثُرُوهُ نَثْـرَ الـدَّقْل وَلاَ تَهُـذُّوهُ كَهَـذِّ الشِّـعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ».

[illegible]

[6] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

44

শিখেছেন তারা বলেন, ‘আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দশ আয়াত শিখে আর সামনে এগুতাম না , যাবত আমরা তাতে কী ইলম রয়েছে , কী আমল রয়েছে তা শিখতাম। ফলে আমরা কুরআন শিখেছি , ইলম শিখেছি এবং আমল শিখেছি। ’ এমনই করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كُنَّا إِذَا تَعَلَّمْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ
عَشْــرَ آيَــاتٍ لَمْ نُجَاوِزْهَا حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا فِيهَا مِنْ
الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ " قَالُوا : " فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ
وَالْعَمَلَ جَمِيعًا».

“আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ আয়াত শিখতাম , সেখান থেকে সামনে বাড়তাম না যাবৎ না এর মধ্যে যত বিধান আছে , মর্ম ও আমল আছে তা না শেখা হত। ’ তারা বলেন , ‘তাইতো আমরা কুরআন শিখেছি এবং ইলম ও আমল উভয়ই শিখেছি।”[৪]

---

[৪] বাইহাকী , শুআবুল ঈমান , হাদীস নং ১৪০১।

IslamHouse.com

[illegible]

46

«قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالآيَةُ : إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি তা বারবার আবৃত্তি করতে করতে সকাল করে ফেললেন। আর সে আয়াতটি ছিল আল্লাহর বাণী :

﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: 118]

“যদি তুমি তাদের আযাব দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে তো তুমিই প্রতাপশালী প্রজ্ঞাময়। ” [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়তে পড়তে পুরো একটি রাতই অতিবাহিত করে দেন। ”[9]

একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তামীম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিচের আয়াতটি পড়তে থাকেন:

---

[9] সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৫০।

IslamHouse.com

أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ [الجاثية : 21]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤﴾ [طه: 114]

“[illegible]” [illegible] [illegible]

﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 281]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٖ وَمِن

ذُرِّيَّةِ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآۚ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ٥٨ [مريم :58]

“[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

52

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি সালাত আদায় করতে দেখেছি, তাঁর বক্ষ থেকে উনুনের ফুটন্ত পাতিলের মতো কান্নার আওয়াজ আসছে।”[10] কুরআনুল হাকীম নিয়ে চিন্তা ও তার প্রভাবেই তাঁর এ হৃদকম্পন ও ক্রন্দনের সৃষ্টি। একইভাবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

«اقْـرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللـهِ آقْـرَأُ عَلَيْـكَ وَعَلَيْـكَ أُنْـزِلَ قَـالَ نَعَمْ فَقَـرَأْتُ سُـورَةَ النِّسَـاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَـةِ ﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۢ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا﴾ قَالَ حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

“আমাকে তুমি তিলাওয়াত করে শুনাও। বললাম, আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব অথচ আপনার ওপরই এটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, ‘আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি’। অতপর আমি তাঁকে

---

[10] সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৯০৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৭৫৩।

IslamHouse.com

[illegible] فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗ (النساء, [illegible]-[illegible]?)-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

«إِنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ نَـزَلَ بِحُـزْنٍ ، فَـإِذَا قَرَأْتُمُـوهُ فَابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا».

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ١٢٣﴾ [طه :123]

[illegible]

«يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَائِمُونَ، وَبِنَهَارِهِ إِذِ النَّاسُ يَفْرُطُونَ، وَبِحُزْنِهِ إِذِ النَّاسُ فَرِحُونَ، وَبُكَائِهِ إِذِ النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْلِطُونَ، وَبِخُشُوعِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ

مَحْزُونًـــا، حَكِيمًا عَلِيمًـــا، «وَلاَ يَنْبَغِي لِحَامِـــلِ الْقُـــرْآنِ أَنْ يَكُـونَ جَافِيًا وَلاَ غَـافِلاً، وَلاَ صَـيَّاحًا حَدِيدًا».

“[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

«يَا حَمَلَـةَ الْعِلْمِ اعْمَلُـوا بِـهِ فَإِنَّمَا الْعَـالِمُ مَنْ عَمِـلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَـقَ عِلْمُـهُ عَمَلَـهُ , وَسَـيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ».

[illegible][14]

[illegible]

[14] [illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿ أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ [الحديد: 16]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب :21]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

“[illegible]”[15] [illegible]

[15] [illegible]

[illegible]

بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ [العنكبوت: 49]

“[illegible]” [illegible]

73

কাছে নিদর্শন ও মু‘জিযা তলব করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের জবাব দিয়েছেন তাঁর বাণীতে:

﴿أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ﴾ [العنكبوت: 51]

“এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়?” [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৯] অতএব, কিতাব হলো নবীদের সবচেয়ে বড় নিদর্শন, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এবং সবচেয়ে বড় দলীল। তবে তা তাদের জন্যই দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শন যারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং তা গ্রহণ করে।

এ কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ কোনো জাতিকে সম্মানিত করেন আবার কোনো জাতিকে করেন লাঞ্ছিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন। উম্মতের অবস্থার ক্ষেত্রে এ হাদীসের চেয়ে আর কোনো হাদীস এত সত্য ও এত বাস্তবতায় পর্যবসিত হয় নি। কুরআনকে ধারণ করার কারণে আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতের পূর্বসূরীদেরকে সম্মানিত করেছেন।

IslamHouse.com

[illegible]

«وَإِنِّي قَـدْ تَـرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِـلُّوا بَعْـدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ».

[illegible]

[illegible]

75

পরিষ্কার ঝর্ণার কাছে প্রত্যাবর্তন করা যার উপকার ফুরায় না, যার বিস্ময় শেষ হয় না, যার রহস্য ও মুক্তির পথ পুরনো হয় না। এ কিতাবের দিকে আমাদের এগিয়ে আসা উচিৎ যাতে রয়েছে নানা ঘটনা, উপদেশ ও শিক্ষা, আলো ও নূর। যেমন, আল্লাহ তা ‘আলা এর বিবরণে বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحٗا مِّنْ أَمْرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورٗا نَّهْدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَاۚ ﴾ [الشورى: 52]

“অনুরূপভাবে (পূর্বে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতিতে) আমরা তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে ‘রূহ’কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমরা একে আলো বানিয়েছি। যাদের মধ্যে আমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২]

অতএব, এ কুরআন নূর ও রূহ। এগুলো এমন যা ব্যক্তির মধ্যে যেমন দলের মধ্যেও তেমন প্রাণ সঞ্চার করে। একইভাবে তা উম্মতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করে। কারণ উম্মত যখন

IslamHouse.com

[illegible]

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَا﴾ [الأنعام: 122]

“[illegible]

[illegible]